পঙ্খিরাজের
কথা
নাসরীন সুলতানা মিতু

বুঝলি পিকলু! সে অনেক কাল আগের কথা!
এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল দুই রাণী– সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী।
আর ছিল এক রাজপুত্র!

সেই রাজপুত্রের ছিল এক পঙ্খিরাজ ঘোড়া।
সেই ঘোড়াতে চেপে সে পাড়ি দিত তেপান্তরের মাঠ। খোক্কস আর ভোক্কসের রাজ্য...
পঙ্খিরাজ!!

ওসব রূপকথা ছাড়! আমি নিজের চোখেই দেখেছি পঙ্খিরাজ ঘোড়া!
সত্যি দীপু?
যাহ! সত্যি?
হেহ! খালি ক্যামেরা ছিলনা বলে ছবি তোলা হয়নি..
আমার দাদুর নিজের ছিল পঙ্খিরাজ ঘোড়া! কত ঘাস খাইয়েছি আমি নিজের হাতে...

কী নিয়ে এত তর্ক হচ্ছে?
প্লুটো ঠাকুর্দা সেজে পিকলুকে রূপকথা বলছে শুনে দেখতে এলাম।
রিঙ্কি দেখ, দীপু বলছে ও নাকি নিজের চোখে পঙ্খিরাজ ঘোড়া দেখেছে, ঘাসও খাইয়েছে!
তাই নাকি দীপু?
তা, তোমার পঙ্খিরাজ কি দুপেয়ে ছিল নাকি?
নয়ত কি আমি মিথ্যে বলছি নাকি?
কি আজব! ঘোড়া কি দুপেয়ে হয় নাকি? ঘোড়ার পা তো চারটাই!
হা হা! কোন পাখিকে দেখেছ চার পায়ে হাঁটতে?
পাখি, ঘোড়া, মানুষ, এইসব প্রাণি দেখতে বিভিন্নরকম হলেও মূল অঙ্গগুলোর বেশ কিছু মিল কিন্তু আছেই। এই যেমন ধর পা– এই সব প্রাণিরই পা কিন্তু আসলে চারটা।
পাখি বা মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের সাদা চোখে দুই পা মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি বলতে আমাদেরও পা কিন্তু চারটাই!
কী বলছ এসব? বাকি দুই পা গেল কই তাহলে?
এই যে!
ধুর! মজা করার জায়গা পাওনি?
হা হা, এই হাত দুটোই আমাদের সামনের পা!
আমাদের সামনের পা দুটোকে যেমন আমরা বলছি হাত, তেমনি পাখির ক্ষেত্রে এই সামনের পা দুটি রূপ নিয়েছে পাখায়।

চারপেয়েদের সামনের দুই পায়ের সাথে আমাদের হাত বা পাখির পাখার হাড়ের গঠন মিলিয়ে দেখলেই বুঝবে!

খেয়াল কর। এই সব প্রাণির হাড়ই প্রায় একই ভাবে সাজানো।

যার যার পরিবেশ অনুযায়ী এই সামনের পায়ের ব্যবহার পালটে গেছে, আস্তে আস্তে গঠনও তেমনি গেছে পালটে।

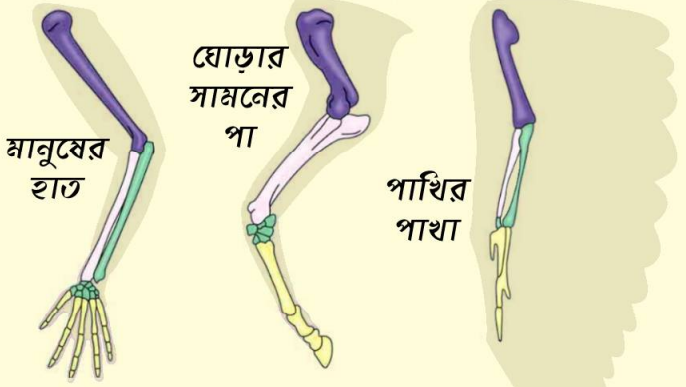

আমাদের মানুষের যেমন হাত কাজে লাগে কোন কিছু ধরতে, পাখির তেমনি লাগে উড়তে, ঘোড়ার লাগে দৌড়াতে।

তাই আমাদের সামনের পা দুইটি হয়ে দাঁড়িয়েছে হাত, পাখির ক্ষেত্রে পাখা!

কাল থেকে আমি যদি চার হাতে পায়ে দৌড়াতে শুরু করি, আমার হাতও কি ঘোড়ার পায়ের মত হয়ে যাবে??

ধুর বোকা! এরকম পরিবর্তন হতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে। হুট করে হয় নাকি??

সত্যি বলতে এই পরিবর্তন তো কেউ নিজের ইচ্ছেয় করতে পারবেনা।

আর অত বছর পরে কোন প্রাণির চেহারা কেমন দাঁড়াবে সেটা কেউ বলতে পারেনা।

তাহলে পঙ্খিরাজ ঘোড়ার পাখাও যদি এভাবে গজায়?

হাহ! তাহলে ওর সামনের পা দুটো কোত্থেকে এল?

প্লুটো, তুমি গল্পটা শুরু কর আবার?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম... সেই রাজপুত্র তার পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চেপে বসতেই ঘোড়াটি তার সামনের দুই পা– ইয়ে মানে পাখা মেলে দিল...